বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

www.presscouncil.gov.bd

মামলা নং-৫/২০১৯

জনাব মোহাম্মদ রহুল আমিন স্বপন — ফরিয়াদি
পিতা: মরহুম আব্দুল করিম
বর্তমান ঠিকানা: স্বত্বাধিকারী, ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল
(আর এল-৫৪৯) বাড়ি-১১, রোড-২২
ব্লক-কে, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

বনাম

জনাব মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার — প্রতিপক্ষ
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
দৈনিক আমাদের সময়
ঠিকানা: ১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা — সদস্য

ফরিয়াদি	: উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	: উপস্থিত
শুনানির তারিখ	: ০৩/১২/২০২০খ্রি.
রায় প্রকাশের তারিখ	: ০৯/১২/২০২০খ্রি.

রায়

ফরিয়াদির আর্জি:

ফরিয়াদি "দৈনিক আমাদের সময়" পত্রিকার ২২/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখের সংখ্যায় "অপতৎপরতা শুরু বেস্টিনেটের" শিরোনামে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

ফরিয়াদির বক্তব্য হলো:

মালয়েশিয়া শ্রমবাজার উভয় দেশের সরকারের সম্মতিক্রমে, ১০/০৩/২০১৭খ্রি. থেকে শুরু হয় (মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশ G to G plus MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে)।

মালয়েশিয়া সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে ০১/০৯/২০১৮খ্রি. তারিখ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ স্থগিত আছে;

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক প্রেরণের জন্য নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টার থেকে নির্ধারিত মেডিকেল ফি গ্রহণের মাধ্যমে মেডিকেল সম্পন্ন করা হয়।

সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সৌদিআরব ও কাতারে ভূয়া কোম্পানিতে লোক প্রেরণ তথ্যটি মিথ্যা এবং এ কারণে অফিস বদল কখনো করা হয়নি।

মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের জন্য সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। অধিক অভিবাসন ব্যয় গ্রহণ করে মালয়েশিয়ায় টাকা পাচার করার অভিযোগ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

মালয়েশিয়ার হ্যান্ড গ্লোভ কোম্পানিতে চাহিদা পত্র ছাড়া ৬৮ জন কর্মীকে বিমানে তুলে দেওয়া এবং কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে ২ দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে দেশে ফিরে আসার বিষয়টি বানোয়াট।

ফরিয়াদি রাতারাতি হাজার কোটি টাকার মালিক হননি। ফরিয়াদি ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি মালয়েশিয়া, সৌদিআরব, ব্রুনাই, কাতার এবং দুবাই সরকারের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে প্রায় ৭০,০০০(সত্তর হাজার) বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণ করেছেন। জনশক্তি প্রেরণের আয় দ্বারা এবং অন্যান্য ব্যবসা থেকে বৈধ আয় দ্বারাই ঢাকায় ফরিয়াদি বাড়ি-ঘর ও জমি ক্রয় করেছেন এবং বিধিমত আয়কর পরিশোধ করেছেন।

ফরিয়াদি কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করেন না কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন না।

ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে প্রকাশিত সংবাদের নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ তাকে আঘাত করেছে:

- নেপথ্যে বিএনপি-জামাতের অর্থ জোগানদাতারা;
- সরকারি অনুমোদন ছাড়াই ১৬টি মেডিক্যাল সেন্টারের তালিকা;
- বেস্টিনেট (বাংলাদেশ)খুলে কালো টাকা পাচার;
- রাতারাতি হাজার কোটি টাকার মালিক ক্যাথারসিসের রুহুল আমিন স্বপন;

এ আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন কিন্তু সম্পাদক ফরিয়াদির প্রতিবাদ মোটেও ছাপেননি।

<u>প্রতিপক্ষের জবাবঃ</u>

প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় "দৈনিক আমাদের সময়" পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। প্রতিপক্ষ দেশে ও বিদেশে সৎ, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক, বরেণ্য ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরূপে সমাদৃত বটে; "দৈনিক আমাদের সময়" বাংলাদেশের নতুন ধারার সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের পথিকৃৎ পত্রিকা। এটি বরাবরই সমাজের অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ। যা কিছু সত্য, তা নিয়ে পত্রিকাটির পথচলা। তারই ধারাবাহিকতায় ২২ জুলাই ২০১৯ তারিখে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি নিয়ে 'অপতৎপরতা শুরু বেস্টিনেটের' শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য কোনোভাবেই ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে, রাজনৈতিক হেয়প্রতিপন্ন/ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা নয়। কেবল জনস্বার্থেই প্রতিবেদনটির উদ্ভব ও প্রকাশ করা হয়েছে।

মামলার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত/বর্ণিত অভিযোগ কেবল বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও অসত্যই নয়, এ সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। কারণ ফরিয়াদির প্রতিষ্ঠান 'বেস্টিনেটের 'অপকর্ম বা অপতৎপরতা নিয়ে নতুন করে বলার কিছুই নেই। এটা প্রায় আগা-গোড়াই বিতর্কিত ও বহুল সমালোচিত একটি প্রতিষ্ঠান। অপকর্মের জন্য প্রতিষ্ঠানটি খোদ তার জন্মরাষ্ট্র মালয়েশিয়ায় কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল। মালয়েশিয়ান সরকার তার কার্যক্রমও বন্ধ করে দিয়েছিল। নেপালেও প্রায় একই ঘটনা ঘটে।

বেস্টিনেটের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমে তার 'আমলনামা'র অসংখ্য খতিয়ান। বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মায়ানমার এ শীর্ষস্থানীয় ও প্রভাবশালী বহু পত্রিকায় বেস্টিনেটের বিরুদ্ধে অজস্র সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। মূলত ওই সব সংবাদ/প্রতিবেদন আর জনশক্তি রপ্তানির সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির দেয়া তথ্য ও বক্তব্যের ভিত্তিতেই "দৈনিক আমাদের সময়" উল্লেখিত প্রতিবেদনটি তৈরি করে।

প্রকৃতপক্ষে অত্র মামলা দায়েরের কোনো কারণ ঘটেনি বা এরূপ কোনো অবস্থাও তৈরি হয়নি। কারণ অভিযুক্ত প্রতিবেদনের ('অপতৎপরতা শুরু বেস্টিনেটের') বিরুদ্ধে পাঠানো ফরিয়াদির ০১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রটি প্রতিপক্ষ হুবহু ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে দৈনিক আমাদের সময়ের প্রথম ও পঞ্চম পাতায় 'প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ' শিরোনামে পর্যাপ্ত গুরুত্বসহকারে, পর্যাপ্ত আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দনরূপে,

শিরোনামটিকে কালো রংয়ে বিশেষভাবে অলংকৃত ও চিহ্নিত করে, যাতে দেখামাত্র পাঠকের চোখে পড়ে; এমন দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে প্রকাশ করে। প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপিটির চরিত্র পরিবর্তন করেনি। তাতে পরিবেশিত ফরিয়াদির তথ্য বা বক্তব্যের কোনোরুপ গুণগত ও রূপগত পরিবর্তন বা বিকৃতিসাধন বা সম্পাদনা করেনি। এমনকি ফরিয়াদির ক্ষোভের পরিপূর্ণ প্রশমনে এবং প্রেস কাউন্সিল আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে, প্রতিবাদলিপির শেষে প্রতিবেদক/সম্পাদক/পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য/মতামত/মন্তব্য সংযোজন থেকেও প্রতিপক্ষ সজ্ঞানে বিরত থেকেছে।

প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়েরের পূর্বশর্ত হলো অভিযুক্ত সংবাদ/প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি পেশ। প্রেস কাউন্সিল আইনমতে, ওই প্রতিবাদপত্রটি (ক) সমগুরুত্ব দিয়ে, (খ) অনতিবিলম্বে এবং (গ) চরিত্র পরিবর্তন না করে সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় ছাপাতে হবে। ফরিয়াদির ওই প্রতিবাদলিপি প্রকাশে, প্রতিপক্ষ উপর্যুক্ত নিয়ম এবং প্রেস কাউন্সিলের বিভিন্ন মামলার রায়ে নির্দেশিত এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় নিয়ম-নীতি হুবহু পালন করেছে। সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র যদি প্রতিবাদলিপিটা না ছাপায়, তবেই প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়েরের কার্যকারণ(Cause of action) তৈরি হয়। ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপির ক্ষেত্রে ওই সব অনিয়মের কোনোটাই ঘটেনি। ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপিটি প্রতিপক্ষ অনতিবিলম্বে, পর্যাপ্ত গুরুত্বের সাথে এবং সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপে ছেপেছে। তাতে কার্যত ফরিয়াদির অভিযোগের কারণ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়েছে। তাই অত্র মামলা দায়েরের পেছনে কোনো কার্যকারণ (Cause of action) নেই বা কোনো কার্যকারণ(Cause of action) উদ্ভব হয়নি। আর তাই অত্র মামলা আইনত অচল ও প্রেস কাউন্সিলের আইনানুসারে খারিজযোগ্য।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদি প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য অস্বীকার করে নিবেদন করে বলেন যে,

মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে গত ১৮/০২/২০১৬খ্রি. তারিখে "Memorandum of understanding between the government of Malaysia and the government of the people's republic of Bangladesh on the employment of workers" নথি "জি টু জি প্লাস" সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত ০২/০৮/২০১৬খ্রি. তারিখে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ৭৪৫টি এবং ০১/১১/২০১৬খ্রি. তারিখে ৩৪১টি মোট ১০৮৬টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা মালয়েশিয়া সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। প্রেরিত তালিকা থেকে অতীত অভিজ্ঞতা, সততা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল (আরএল-৫৪৯)সহ মোট ১০১টি রিক্রুটিং এজেন্ট মনোনয়ন পূর্বক মালয়েশিয়ার মাননীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী গত ০৯/০১/২০১৭খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মহোদয়ের বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারেরর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গত ১৫/০১/২০১৭খ্রি. তারিখে মালয়েশিয়ার মাননীয় হিউমেন রিসোর্স মিনিস্টারের বরাবরে লিখিত পত্রের মাধ্যমে মালয়েশিয়া সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে গ্রহণ/অনুমোদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পরবর্তীতে ২২/০২/২০১৭খ্রি. তারিখে লিখিত একটি পত্রের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী উল্লেখিত ০৯/০১/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে নির্বাচিত করার বিষয়টি মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত মান্যবর হাইকমিশনার মহোদয়কে পুণর্ব্যক্ত করেন।

১৪/০৩/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে মহাপরিচালক জনশক্তি, কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর মাধ্যমে বায়রার সকল সদস্যকে অবহিত করার লক্ষ্যে, ৭৪৫টি(সাতশত পঁয়তাল্লিশ) রিক্রুটিং এজেন্সির পক্ষে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জি-টু-জি প্লাস পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিতকরণকল্পে পত্র প্রেরণ করেন।

অতঃপর গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আমার প্রতিষ্ঠানসহ ১০টি নির্বাচিত রিক্রুটিং এজেন্সিকে ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরিতব্য অবশিষ্ট কর্মীদেরকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য তাগাদাপত্র প্রেরণ করেন।

"জি-টু-জি প্লাস" পদ্ধতিতে জনশক্তি রপ্তানির শুরুর দিকে আমাদের কোম্পানিসহ অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি হতে কর্মী পাঠানোকে কেন্দ্র করে সৈয়দ বাবর উদ্দিন ও অন্য ৬জন রিক্রুটিং এজেন্সিরমালিক মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আমাদের কোম্পানিকে ৮নং বিবাদী শ্রেণিভুক্ত করে একখানা রিট পিটিশন দায়ের করেন

যার নম্বর ২৩৪৬/২০১৭। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত রিট পিটিশনের উপর অন্তর্বর্তী আদেশের মাধ্যমে উক্ত রিটকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্ন আমাদেরসহ অন্য কারো দ্বারা কর্মী প্রেরণের উপর নিষেধাজ্ঞা (Injunction) আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আমরা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল নং ৮৮২/২০১৭ দায়ের করি এবং আপিল বিভাগে উভয় পক্ষের শুনানির পরে বিগত ১৩/০৩/২০১৭খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা উক্ত 'লিভ টু আপিল' নিষ্পত্তি করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনটি সরাসরি খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগ প্রদত্ত আদেশের শেষাংশ আপনার সদয় অবগতির জন্য এখানে উদ্ধৃত করেছে:

"The Bangladesh High Commission in Malaysia and The Labour counselor shall scrutinize the recruiting agent's suitability and if they are responsive and qualified to export manpower by utilizing the visa No KDN/16031/FLALQ400319 dated 21.11.2016, they should also be afforded opportunity. Since we have expressed our opinion in this regard, the rule issued by the High Court Division has rendered infructuous. The rule issued by the high court division is discharged."

"জি-টু-জি প্লাস" পদ্ধতিতে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সরকারের বিরুদ্ধে জনৈক আব্দুল আলিম রিট পিটিশন নং ১৩২৮৭/২০১৮ দায়ের করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগের আদেশবলে বিগত ২৯/১০/২০১৮খ্রি. তারিখে দুদকসহ ৯টি মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি বিগত ২৭/১০/২০১৯খ্রি. তারিখে হাইকোর্ট বিভাগে তাদের তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্টে দফা অনুযায়ী অনুসন্ধান ও আলোচনাপূর্বক বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের কোনো অংশেই এরকম কথিত কোনো অভিযোগ যথা-'সিন্ডিকেট গঠন করে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাননি'

সুতরাং ২২/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় "আমাদের সময়" পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক জনাব মোহাম্মদ নূর আলীর অধীন Unique Eastern (Pvt.) Ltd. ও Gulshan Clinic Ltd. এর নাম গোপনপূর্বক আমাকে দোষারোপ করা ও মামলা দাখিল হওয়ার পরের দিনই তার মালিকানাধিন প্রতিষ্ঠান Unique Eastern (Pvt.) Ltd. এর নাম উল্লেখ না করে প্রতিবাদ ছাপানোর চাতুর্য আর ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমার বিরুদ্ধে বানোয়াট, মিথ্যা ও কাল্পনিক তথ্য সাজিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এরুপ দ্বিমুখী, কপট ও ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিপূর্বক ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের মত গর্হিত কাজ করার জন্য আমার প্রতিপক্ষের জোরালো শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

<u>ফরিয়াদি কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের প্রতিবাদঃ</u>

"গত ২২ জুলাই দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় প্রকাশিত 'অপতৎপরতা শুরু বেস্টিনেটের' প্রতিবেদনটির প্রতিবাদ জানিয়েছেন ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রুহুল আমি স্বপন। প্রতিবাদটি হুবহু ছাপা হলো:

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২২/০৭/২০১৯ তারিখে ' আমাদের সময় ' পত্রিকায় উল্লেখিত শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামের নিচেই আমার ছবি মুদ্রণ করে তার নিচেই রাতারাতি হাজার কোটি টাকার মালিক ক্যাথারসিসের রুহুল আমিন স্বপন এ ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে এবং সংবাদের এক স্থানে বলা হয়েছে যে, সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শ্রমবাজার উন্মুক্তের সব প্রক্রিয়া যখন সম্পন্ন, ঠিক তখনই নতুন আবরণে তৎপর হয়ে উঠেছে সেই পুরনো হোতা আমিন স্বপন সিন্ডিকেট।

আমি মোহাম্মদ রুহুল আমিন, স্বত্বাধিকারী, ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের আরএল নং ৫৪৯ এবং বায়রার সাবেক মহাসচিব (২০১৬-২০১৮) দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় উক্ত শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত সংবাদে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা বানোয়াট, কাল্পনিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইহা শুধুমাত্র আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। ২০১৬ থেকে ২০১৮এর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের ইতিবৃত্ত নিম্নে উল্লেখ করছি:

২০১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার জন্য মালয়েশিয়া জিটুজি প্লাস সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইহার পর মালয়েশিয়া সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলা সরকার দুই দফায় ১ হাজার ৮৬ বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির নাম মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করে। পরে মালয়েশিয়া সরকার এসব এজেন্সির মধ্য থেকে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানায় (দ্রষ্টব্য পত্র নং KSM/DP/(s)/17/88) তারিখ ২২/০২/২০১৭ এবং বাংলাদেশ সরকার এই পত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী সম্মতি জ্ঞাপন করায় ২০১৭ সালের মার্চ থেকে বাংলাদেশ থেকে সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ শুরু হয়।

২০১৮ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ২ লাখ ৭৭ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করা হয়। যে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সি মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের অনুমতি পায় তাদের প্রত্যেকের সাথে অন্যান্য এজেন্সিগুলোকে কো-অর্ডিনেট করে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করেছে। কোনো প্রকার সিন্ডিকেট গঠিত হয়নি। মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের জন্য কর্মীপ্রতি তিন লাখ টাকা থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা গ্রহণের অভিযোগ সঠিক নয়। মালয়েশিয়ার বর্তমান সরকার মে/২০১৮তে ক্ষমতা গ্রহণ করে ০১/০৯/১৮ তারিখ থেকে এসপিপিএ পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ স্থগিত করে। সেই থেকে অদ্যাবধি মালয়েশিয়ায় কর্ম প্রেরণ করা স্থগিত আছে এবং উভয় দেশ আবারও মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে একমত পোষণ করেছে।

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মেডিক্যার ফিট হলেউ কেবল বাংলাদেশি কর্মীগণ বিদেশে যেতে পারেন। মধ্যপ্রাচ্যে গমনের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিমিত্তে তাদের নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য 'গামকা' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইহার অধীনে কমবেশি ৩৮(আটত্রিশ)টি মেডিক্যাল সেন্টার আছে এবং গামকা অনুরুপভাবে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছুক কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিক্যার সেন্টারের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪টি। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল ফি প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারণ করা আছে, যা মাত্রারিক্ত মেডিক্যাল ফি গ্রহণের অভিযোগ সঠিক নয়। এখানে উল্লেখ্য, গামকার মেডিক্যাল ফি ১০ হাজার টাকা পক্ষান্তরে মালয়েশিয়ার মেডিক্যঅর ফি ৫৩০০(পাঁচ হাজার তিনশ) টাকা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকার যেভাবে নিয়মনীতি নির্ধারণ করবে ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করতে হবে।

২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্থগিত হওয়া মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার এখনো চালু হয়নি। কী পদ্ধতিতে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করবে তা নির্ধারণ করবে উভয় দেশের সরকার। আমার মালিকানাধীন ১টি মেডিক্যাল সেন্টার আছে তা হলো ক্যাথারসিস মেডিক্যাল। কোনো মেডিক্যাল সেন্টার থেকে নিবন্ধের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়নি। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কাল্পনিক।

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে ২০১৬ সালে স্বাক্ষরিত জিটুজি প্লাস সমঝোতা চুক্তির অধীনে। কোনো সিন্ডিকেট গঠন হয়নি। এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে কয়েকটি রিট পিটিশন হয়েছে। রিট পিটিশন নম্বর ১৩২৮৭/১৭, ১৫২৫৯/১৬, ২৯৩/২০১৭, ৬৩৪/২০১৭। এসব রিট পিটিশনগুলো শুনানি পর্যায়ে আছে।

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি(বিডা) থেকে বেস্টিনেট বাংলাদেশ লিমিটেড নামে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত একটি সফটওয়্যার কোম্পানি আছে। মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির ও মেডিক্যাল ব্যবসার সাথে এই কোম্পানির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এই কোম্পানি বাংলাদেশে নিবন্ধিত হওয়ার পর কোনো কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। এই কোম্পানি নিবন্ধনের সময় ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত আছে।

সংবাদ প্রতিবেদনের একাংশে দাতো শ্রী আমিন সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। তার সাথে আমাকে জড়িয়ে মালয়েশিয়ায় টাকা পাচার করার অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট ও কাল্পনিক। FWCMS এর মাধ্যমে কলিং ভিসার জন্য কর্মী থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার তথ্যটি ভুয়া এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে "কে এই রুহুল আমিন স্বপন": আমার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। কী প্রতিবন্ধকতায় এলাকায় থাকতে না পেরে আমি ঢাকায় এসেছি তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এটি মিথ্যা। সকল এলাকার নাগরিকের ঢাকায় আসার এবং বসবাস ও ব্যবসা করার অধিকার আছে।

ঢাকায় এসে বসবাস ও ব্যবসা করা কি আমার অপরাধ? আমি কখনো কোনো রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না বা কারও লেজুরবৃত্তি কখনো করি নাই।

১৯৮২ বহির্গমন অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি রিক্রুটিং লাইসেন্স করি। যার (আরএল নং ৫৪৯) লাইসেন্স গ্রহণের পর থেকে আমি সরকারের সকল নিয়মনীতি অনুসরণ করে এবং বিদেশ নিয়োগকর্তার চাহিদা অনুযায়ী এ যাবৎ প্রায় ৭০(সত্তর) হাজার কর্মী মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, সৌদি আরব, কাতার এবং দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছি। আমার রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরব এবং কাতার ভুয়া কোম্পানিতে লোক প্রেরণ করার সংবাদটি মিথ্যা এবং এ কারণে অফিস বদল করা হয়নি। অফিসের জন্য বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। চুক্তি অনুযায়ী মালিকপক্ষ যখন বাড়ি ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে চান না ঠিক তখনই অফিস স্থানান্তর করা হয়। আমার অফিস সব সময়েই ঢাকার গুলশান-বনানী এলাকায় ছিল এবং এখনো আছে।

২০০৭-২০০৮ সালে দাতো শ্রী আমিনের সাথে যোগসাজশে ভুয়া কোম্পানি খুলে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করিনি। আমি বা আমার কোনো প্রতিনিধি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশি কর্মীকে ফেলে পালিয়ে যাইনি। এ ধরণের সংবাদের মাধ্যমে আমার ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালেই ৯ই মার্চ পর্যন্ত আমার রিক্রুটিং এজেন্সি ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজার কর্মী মালয়েশিয়া প্রেরণ করা হয়। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে মালয়েশিয়া শ্রমবাজার স্থগিত হওয়ায় ২০১২ সালে জিটুজি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের চুক্তি হয়।

বেশ কিছুসংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সি কো-অর্ডিনেট করে ২ লাখ ৭৭ হাজার কর্মী ২০১৭ সালের মার্চ থেকে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়া গমন করে। এসব কর্মী প্রেরণের জন্য সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় গ্রহণ করা হয়েছে। অধিক অভিবাসন ব্যয় গ্রহণ করা হয়েছে। অধিক অভিবাসন ব্যয় গ্রহণ করে মালয়েশিয়ায় টাকা পাচার করার অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট।

গেল বছর একটি হ্যান্ড গ্লোভ কোম্পানিতে চাহিদাপত্র ছাড়াই ৬৮ জন কর্মীকে ভুয়া বিএমইটি কার্ড ইস্যু করে বিমানে তুলে দেওয়া এবং এসব কর্মী কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে ২দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে দেশে ফিরে আসে। এই তথ্য কাল্পনিক ও বানোয়াট। এ ধরণের ঘটনা ঘটলে এবং কেউ অভিযোগ করলে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত।

ঢাকার যেসব এলাকায় আমার বাড়িঘর ও জমি আছে তা বৈধ আয় থেকে ক্রয় এবং বিধিমতে আয়কর পরিশোধ করে ক্রয় করা হয়েছে। বিদেশে কোনো ব্যবসায়িক বিনিয়োগ নেই।"

যুক্তিতর্ক:

বাদীর আইনজীবী তাঁর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং বিবাদীর জবাব বিচারিক কমিটির সামনে পড়ে শোনান। তিনি নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ "দৈনিক আমাদের সময়" পত্রিকায় ২২/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে "অপতৎপরতা শুরু বেষ্টিনেটের" শিরোনামে সংবাদের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে। এই আপত্তিজনক সংবাদে বাদীর দৃষ্টিআকর্ষিত হলে ফরিয়াদি ২৬/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে ইমেইলের মাধ্যমে, ২৭/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ও ২৮/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে একজন পত্র বাহকের মাধ্যমে বার্তা সম্পাদক এর বরাবরে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন। দীর্ঘ ০১ (এক) মাস যাবত প্রতিবাদলিপি না ছাপালে ০১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রতিবাদলিপি ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর অভিযোগপত্র বা মামলাপত্রে স্বাক্ষর করে ০৫/০১/২০১৯খ্রি. (০৫/০১/২০২০) তারিখে মামলা দাখিল করি। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে মামলা দায়েরের পরের দিনই ০৬/০১/২০১৯খ্রি. "আমাদের সময়" পত্রিকা ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপিটি প্রকাশ করে। তিনি নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ তার জবাবে ০১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রটি ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রকাশ করার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ফরিয়াদি ০১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত কোনো প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেননি। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ০১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখের স্বাক্ষরিত পত্রটি প্রাপ্তির কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ফরিয়াদির প্রেরিত প্রতিবাদলিপিটির ছাপায়নি যে কারণে তিনি ০৫/০৯/২০২০খ্রি. তারিখে মামলা দাখিল করতে বাধ্য হন। প্রতিবাদপত্র ছাপলেও ফরিয়াদির নালিশের কারণ প্রশমিত হয়নি।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, ফরিয়াদির দাবি অস্বীকার করে নিবেদন করেন যে, মামলাটি হেতুর অভাবে সম্পূর্ণ অচল। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদির ০১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপিটি ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রথম ও পঞ্চম পাতায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ শিরোনাম পর্যাপ্ত গুরুত্বসহকারে, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দনরূপে শিরোনামটিকে কালো রংয়ে বিশেষভাবে অলংকৃত ও চিহ্নিত করে, যাতে দেখা মাত্র পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে হয় সেভাবে ছাপানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে প্রতিবাদলিপির শেষে প্রতিবেদক, সম্পাদক বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মতামত এবং মন্তব্য সংযোজন থেকেও বিরত থেকেছে। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর আইন অনুসারে প্রতিবাদলিপিটি সমগুরুত্ব দিয়ে চরিত্র পরিবর্তন না করে ছাপিয়েছে। এতে করে বাংলাদেশ প্রেস কউন্সিল এ মামলা দায়েরের কার্যকরণ (Cause of action) তৈরি হয়নি। তিনি বলেন যে, মামলাটি স্বীকৃতমতে দায়ের করেছেন ০৫/০৯/২০১৯ তারিখে এবং প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপিটি ছেপেছেন ০৬/০৯/২০১৯ তারিখে কিন্তু কাউন্সিল থেকে তখনও প্রতিপক্ষ কোনো নোটিশ পায়নি। তাই মামলা আইনত অচল ও খারিজযোগ্য। ফরিয়াদি প্রার্থীত মতে কোনো প্রতিকার পেতে পারেন না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ফরিয়াদির আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হল। বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা হলো। ফরিয়াদির আর্জি এবং তার প্রতিউত্তর পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ২২/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে "দৈনিক আমাদের সময়" পত্রিকায় "অপতৎপরতা শুরু বেষ্টিনেটের" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। ফরিয়াদি এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি "দৈনিক আমাদের সময়" সম্পাদকের নিকট পাঠিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আর্জিতে প্রতিবাদলিপির তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে

প্রতিউত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, ২৬/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে ই-মেইলের মাধ্যমে, ২৭/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এবং ২৮/০৭/২০১৯খ্রি. একজন পত্র বাহকের মাধ্যমে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপি প্রাপ্তির পরও প্রতিবাদলিপি ছাপায়নি। কিন্তু ফরিয়াদি তাঁদের প্রতিবাদলিপির ৩ নম্বর প্যারায় উল্লেখ করেছেন "উল্লেখ্য যে, প্রতিবাদলিপিটির অনুলিপি পূর্বোল্লিখিত এপ্রিল ২০১৯ এর ২৬, ২৭ ও ২৮ তারিখ পূর্বোক্ত মাধ্যমে " আমাদের সময়" পত্রিকায় প্রেরণ করি"

১ নং ও ৩ নং প্যারা হুবহু উদ্ধৃতি করা হলো।

১নং প্যারা

"আমি (ফরিয়াদি) গত ০৫/০৯/২০২০ইং তারিখে দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার ২২/০৭/২০১৯ইং তারিখের প্রকাশিত সংখ্যায় "অপতৎপরতা শুরু বেস্টিনেটের" শিরোনামের সংবাদের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রেস কাউন্সিলের নিকট এর প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ দাখিল করি। দীর্ঘ ১ বছর পর গত ০৬/০৯/২০১৯ইং তারিখে প্রতিপক্ষের জবাব আমার হস্তগত হয়। ইতিমধ্যে আমার সুনাম ও ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জবাব দানে এত দীর্ঘসূত্রিতা প্রতিপক্ষের নির্দোষ বা নির্মল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার বিপক্ষে প্রথম দলিল।"

৩ নং প্যারা

উপরন্তু প্রতিপক্ষের জবাবে ০১/০৯/২০১৯ং তারিখে স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্রটি ০৬/০৯/২০১৯ইং তারিখে প্রকাশ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, ০১/০৯/২০১৯ স্বাক্ষরিত কোনো প্রতিবাদলিপি আমাদের সময় পত্রিকায় প্রেরণ করিনি। শুধু প্রেস কাউন্সিলে এই ০১/০৯/২০১৯ইং এ স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপিটি প্রেরণ করি। উল্লেখ্য যে, প্রতিবাদ লিপিটির অনুলিপি পূর্বোল্লিখিত এপ্রিল ২০১৯ এর ২৬,২৭ ও ২৮ তারিখ পূর্বোক্ত মাধ্যমে "আমাদের সময়" পত্রিকায় প্রেরণ করি। আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ ০১/০৯/২০১৯ইং তারিখের স্বাক্ষরকৃত পত্রটি সূত্র হিসেবে কেন উল্লেখ করলেন তা প্রশ্নবিদ্ধ।"

উপরে উল্লেখিত দুটি প্যারার বক্তব্য বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপি প্রেরণের তারিখ এর দাবি স্ববিরোধী।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের আইনজীবী ০১/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখের প্রতিবাদলিপি প্রাপ্তির পর ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে তাদের পত্রিকায় প্রতিবাদলিপিটি হুবহু প্রকাশ করেছেন বলে দেখা যাচ্ছে এবং প্রতিবাদলিপিটি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এ দাখিল করেছেন। ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপিটি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে ইহার শিরোনামে "তারিখ ২৫/০৮/২০১৯খ্রি." উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নিচে ইংরেজিতে স্বাক্ষর করেছেন যার তারিখ ০১/০৯/২০১৯খ্রি.। ফরিয়াদিই প্রতিবাদলিপিটি কাউন্সিলে দাখিল করেছে। এতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষের বক্তব্য কাগজপত্রের দ্বারা সমর্থন লাভ করে। রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে ফরিয়াদি ০৫/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে মামলা বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করেছেন। আর প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ ছেপেছেন ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে। প্রতিপক্ষের বক্তব্য হলো স্বীকৃতভাবেই প্রতিপক্ষ মামলার নোটিশ ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে পায়নি বরং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল থেকে ০৯/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে । সুতরাং ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পূর্বেই প্রতিবাদলিপি প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবেই ছেপেছেন। ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখের পত্রিকা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ও পঞ্চম পাতায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ শিরোনাম পর্যাপ্ত গুরুত্বসহকারে, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দনরূপে শিরোনামটিকে কালো রংয়ে বিশেষভাবে অলংকৃত ও চিহ্নিত করে, যাতে দেখা মাত্র পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় সেভাবে ছাপানো হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবাদলিপিটি কোনোরকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, মন্তব্য বা মতামত যোগ না করে গুরুত্বসহকারে নিয়মনীতি মেনে হুবহু ছেপেছেন দেখা যাচ্ছে। মামলা দাখিল করা হয়েছে ০৫/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখ, প্রতিবাদলিপিটি ছাপানো হয়েছে ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখ। এতে করে ফরিয়াদির মামলা দায়েরের কার্যকারণ উদ্ভব না হওয়ার কথা সঠিক নয়। তবে প্রতিপক্ষ ০৬/০৯/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করে বেআইনি কিছু করেননি কারণ তখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষ মামলার নোটিশ না পাওয়ার কথা সত্য। ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপিটি কেনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, মন্তব্য বা মতামত যোগ না করে গুরুত্বসহকারে নিয়মনীতি মেনে হুবহু ছেপেছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এতে ফরিয়াদির নালিশের কারণ প্রশমিত হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে।

ফরিয়াদির আর্জি, প্রতিউত্তর, জবাব এবং প্রতিবাদলিপি, পক্ষগণ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপিটি আইননানুগভাবে হুবহু প্রকাশ করেছে, এতে ফরিয়াদির নালিশের কারণ পরিপূর্ণভাবে প্রশমিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর বিধি বিধান মেনে প্রতিবাদপত্র ছাপিয়েছেন বিধায় ফরিয়াদি প্রার্থীত মতে কোনো প্রতিকার পেতে পারেন না। তাই বিচারিক কমিটির সদস্য সৈয়দ ইশতিয়াক রেজার সাথে আলোচনা করে একমত হয়ে ফরিয়াদির অভিযোগ উপর্যুক্ত কারণাদিতে না মঞ্জুর করা হলো।

প্রতিপক্ষ আমাদের সময় এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

প্রতিপক্ষকে এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আমাদের সময় পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে এবং রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য মামলার প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সদস্য